দৈনিক ইনকিলাব

MAY 14 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ৬ ...

খুলনা ভার্সিটির সাবেক ভিসির কার্যকালে অর্ধকোটি টাকা অনিয়মের অভিযোগ

খুলনা ব্যুরো ঃ সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ডঃ এস এম নজরুল ইসলামের সময়ে প্রায় অর্ধকোটি টাকার অনিয়ম ধরা পড়েছে।

অডিট বিভাগ আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আপত্তি সহকারে লিখিতভাবে পেশ করেছে।

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বঙ্গবন্ধু পরিষদের কর্মকর্তা ব্যুরোটের প্রফেসর ডঃ এস এম নজরুল ইসলামকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি হিসাবে রাজনৈতিক নিয়োগ দেন। এ সময়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আওয়ামী প্রশাসন তৈরীর একটি নীল নকশা। এছাড়া এ সময়ে ব্যাপক হারে অর্থ লোপাট হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে, যার তদন্ত চলছে।

অডিট বিভাগের উপ-পরিচালক স্বাক্ষরিত ও প্রেরিত পত্রে ১২টি ক্রয় ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে অডিট আপত্তি জানিয়েছে। কর্মকর্তাদের বাড়ী ভাড়া সংক্রান্ত ব্যাপারে ৩ লাখ ৪০ হাজার ১৫০ টাকা, সাজ পোশাক ক্রয়ে ২৭ হাজার ৯শ' ৫৮ টাকার ব্যাপারে আপত্তি তোলা হয়েছে। এছাড়া কতিপয় কর্মকর্তার পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবর্হিভূতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ৯ লাখ ৫৮ হাজার টাকা, বই ভাড়া খাতে ১ লাখ ৮১ হাজার ৪৯০ টাকা, পোশাক ক্রয় খাতে ১০ হাজার ৮১৬ টাকা, যাতায়াত ভাতা বাবদ ১ লাখ ৯ হাজার ৫৬৯ টাকা, দায়িত্ব ভাতা গ্রহণ বাবদ ২ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯০ টাকা, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ খাতে ১৬ লাখ ১৪ হাজার ৩৩৮ টাকা, উন্নয়ন অনুদান খাতে ৭ লাখ ৪৬ হাজার ২২৬ টাকার ব্যাপারেও আপত্তি তোলা হয়। অপরদিকে বিধিবর্হিভূত ভাতা গ্রহণ বাবদ ১ লাখ ৩০ হাজার ৯৯১ টাকা, নন-টেন্ডার আইটেম ক্রয়ে ৮ লাখ ৯৩ হাজার ৩২৯ টাকা এবং মূল পরিকল্পনা খাতে সংগতি না থাকায় ১১ লাখ ৫৪ হাজার ৭১৮ টাকা ব্যয়ের ব্যাপারে অনিয়ম ধরা পড়েছে।

তৎকালীন আরেক এক আওয়ামী রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত আততায়ীর গুলীতে নিহত ট্রেজারার সরদার আব্দুর রাজ্জাককে নিয়োগ দেয়া হলেও তিনি অনিয়মকে প্রতিরোধের বদলে প্রশ্রয় দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী। অবৈতনিক হিসেবে তিনি নিয়োগ পেলেও তার পিছনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় হয়েছে প্রায় ৬০ হাজার টাকার মতো। এর মধ্যে তার টেলিফোনের বিলই গড়ে দাঁড়িয়েছে মাসে ১২ হাজার টাকার উপরে। অথচ একই বর্তমান ট্রেজারার প্রিন্সিপাল মাজাহারুল হান্নানের টেলিফোনের বিলের পরিমাণ ২৫০ টাকাতে সীমাবদ্ধ থাকছে।

তৎকালীন আওয়ামী সরকারের আমলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক ট্রেজারার সরদার আব্দুর রাজ্জাকের অফিস কক্ষটি ছিল আওয়ামী লীগের একটি অঘোষিত কার্যালয়। ফলে আওয়ামী নেতাদের টেলিফোন ব্যবহারের যে হিড়িক ছিল তাতে এ পরিমাণ বিল হয়েছে।